১৪৪২ হিজরির

ঈদ-উল-ফিতর

উপলক্ষে

কাশ্মীর ও ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের প্রতি বার্তা

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استطَعتم مِّن قُوَّةٍ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে

আমির গাজী খালিদ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহ

Al-Hurr

عيد الفطر ١٤٤٢هـ

Eid-ul-Fitr 1442

১৪৪২ হিজরির

ঈদ-উল-ফিতর

উপলক্ষে

কাশ্মীর ও ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের প্রতি বার্তা

আমির গাজী খালিদ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“অর্থ: ১. কালের শপথ! ২. বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে। ৩. তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়”। (সূরা আসর ১০৩:১-৩)

কাশ্মীর এবং উপমহাদেশে বসবাসকারী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ঈদ-উল-ফিতরের এই মোবারক সময়ে আমি কাশ্মীর এবং উপমহাদেশ সহ দুনিয়ার সকল মুসলমানদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাকাব্বাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম সালেহাল আ’মাল (আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করুন)।

আল্লাহ তায়ালার নিকট দু’আ করছি - তিনি যেন আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন, কুরআনকে আমাদের বক্ষের রশ্মি বানিয়ে দেন, ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং মুজাহিদিনদের বিজয় ও নুসরত দান করেন। আমীন।

আল্লাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই কারণে যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের জিন্দেগীর জন্য সেই আলোকিত এবং পবিত্র পথকে নির্বাচন করেছেন।

আল্লাহ তায়ালাই সমস্ত শক্তির আধার। তিনিই দিনকে রাত আর রাতকে দিন দ্বারা পরিবর্তন করেন। তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই দুনিয়ার শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে, আর তাঁর ইচ্ছাতেই দুনিয়ার শৃঙ্খলা শেষ হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের সীমিত কিছু শ্বাস-প্রশ্বাস এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে সত্যিকারের স্রষ্টার ইবাদতে অতিবাহিত করা উচিত। আমাদের

সকল প্রচেষ্টা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে হওয়া উচিত। এটাই সফলতার একমাত্র সত্য পথ।

আমাদের জীবন এবং মৃত্যু, আমাদের মনোবঞ্চনা এবং চাহিদাগুলো আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনের জন্য যদি হতো, তাহলে আমাদের জীবন বরবাদ হয়ে যেত। আমাদের মৃত্যুও বরবাদ হয়ে যেত। আমাদের এই দুনিয়াতে আসা আমাদের কোন উপকারেই আসতো না। আর আমাদের এই ব্যস্ত দুনিয়ার সফরও বেকার হয়ে যেত।

হে প্রিয় ঈমানদার ভাইগণ!

আজ আরেকটি রমাদান আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়ে গেল! আজ আরেকটি ঈদের দিন আমাদেরকে সে সকল শুহাদাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে নিজেদের কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন।

এই মহান সাথীগণ - নিজেদের জীবন এবং মৃত্যু দ্বারা এটা প্রমাণ করেছেন যে, তাদের জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত'। তারা এটা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তার উপর যদি ভরসা করা হয় তাহলে সাহায্য - দূরে নয়। তারা অন্ধকার রাতেও আলোকিত প্রভাতের আসা পরিত্যাগ করেননি এবং তারা মৃত্যুকে সামনে দেখেও 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়েছিলেন।

সম্মানিত ভাইগণ!

আজ কাশ্মীরের জিহাদ এমন এক মারহালায় পৌঁছেছে, যার ব্যাপারে 'আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ' সর্বদা আপনাদের অবগত করেছে।

আজ আরেকবার কাশ্মীরের জিহাদ পদদলিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে অপরাধী ঐ সকল লোক যারা কাফেরদের সাথে মিলে এ মহান জিহাদের মূল কেটে ফেলতে চাইছে। তারা কাশ্মীরের সীমানায় পুনরায় যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

এসকল ডাকাত জেনারেল এবং রাজনৈতিকগণ তো অনেক আগেই যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের সাথে করা 'নিরাপত্তা

চুক্তি'র উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ও তা বাস্তবায়ন করতে যেয়ে তারা আবারও কাশ্মীরের জিহাদের ব্যাপারে খেল-তামাশা করছে।

অতীতকে দাফন করে ভবিষ্যতের দিকে চলমান ঐসকল পাকিস্তানী জেনারেলগণ এবং কাশ্মীরে তাদের অনুসারীদের উপর - নিরপরাধ মুজাহিদিনদের রক্ত আজও ঋণ হিসেবে রয়ে গেছে। এসকল মুজাহিদিনদের তারা ইসলামের নামে কুফরের ব্লেডের সামনে শুধু একারণে দাড় করিয়ে দিয়েছে যে - এর দ্বারা তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ফায়দা পুরা হবে।

'আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ' মুসলিম জাতিকে সর্বদা দ্বীনের গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই গাদ্দারদের সহযোগীরা সর্বদা তাদের মিশনের প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। এই গাদ্দাররা সর্বশেষ যা করেছে, সে বিষয়ে এখন চুপ থাকাটাও অপরাধ। কেননা এই ধোঁকার কারণে কয়েকজন মুখলিস মুজাহিদ নিজেদের জীবন এবং মৃত্যুকে বিক্রি করে দিচ্ছে।

আমি বিভিন্ন তানযিমের অন্তর্ভুক্ত সে সকল মুজাহিদিনদেরকে বলতে চাই - আপনারা সকলেই একথা জানেন যে, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর জমিনে আল্লাহর নির্বাচিত বিধানকে সমুন্নত করা। আর কাশ্মীরের জিহাদের উদ্দেশ্যও এটাই যে, হিন্দু এবং মুশরিকদের থেকে আজাদ হয়ে আল্লাহ তায়ালার আইন প্রতিষ্ঠা করা।

যদি আমাদের মধ্য হতে একজনেরও জিহাদের উদ্দেশ্যে সামান্য পরিমাণ ভিন্নতা থাকে তবে জিহাদ কবুল হওয়ার শর্ত আমরা পূর্ণ করতে পারবো না। আর যদি আমাদের মধ্য হতে কেউ জিহাদের উদ্দেশ্য একটি বাতিল অথবা শাখাগত আইনের সাথে সম্পৃক্ত করে - তাহলেও এটাকে কোনভাবেই জিহাদ বলা যাবেনা।

তাই সাবধান হয়ে যান! যদি আপনার আমির আপনাকে গাইরুল্লাহর জন্য মৃত্যু বরণ করে নিতে বলে, তবে আপনি এমন আমিরের অনুসরণ থেকে মুক্ত। আর একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের থেকে আমাদের কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। আর তখন কোন আমিরের সুপারিশ বা চালাকি কোন কাজে আসবে না।

আজ আপনাদের সকলকে আবার সতর্ক করার উদ্দেশ্য এটাই যে, বাতিল শক্তির অধীনে জিহাদ করে নিজ জিন্দেগী বরবাদ করার কারণেই আজ আমাদের জিহাদ

এ পরিমাণ দুর্বল এবং অসহায় হয়ে গেছে। আমরা তো আল্লাহ তায়ালার সিপাহী! কিন্তু এমন কি হয়ে গেল যে, আমরা বাতিলের জন্য রক্ষক বনে গেছি?! এই বাতিল যখন চায় আমাদের শক্তিকে ব্যবহার করে। আবার যখন তাদের মনে চায় তখন আমাদের শক্তিকে থামিয়ে রাখে।

একটি পুরো জাতিকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বাতিলের উপকারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে একাকী ছেড়ে দেয়া এমন অপরাধ, যার কোন উদাহরণ হতে পারেনা। এটা তো ঐ মজলুম জাতির সাথে ভয়াবহ এক উপহাস। এ পদ্ধতি সামনের এক বছর পরিস্থিতি উত্তপ্ত রাখবে ঠিক, কিন্তু জিহাদকে কয়েক বছর পিছিয়ে নিয়ে যাবে।

এটা তো জিহাদের সাথে ধোঁকা। আপনারা জিহাদের উপকারিতাকে বাতিলের উপকারের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। আবার এসকল কাজে আপনি মুখলিস মুজাহিদিনদের জীবন এবং কাশ্মীরী জাতির দ্বীন ইসলামের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার অপব্যবহার করছেন!!!

কাশ্মীর জিহাদের প্রিয় মুজাহিদ ভাইগণ!

আজ সিদ্ধান্তমূলক সময়! আজ এই জিহাদকে বিক্রি করা হচ্ছে এবং আপনার মাথার মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। ঐ বাতিল রাষ্ট্র - যে নিজেকে অনুগ্রহকারী দাবি করতো, সে হিন্দুস্তানের সাথে ব্যবসায়ী চুক্তি দৃঢ় করে ফেলেছে। তাই আজ আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি আজও আপনি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা সকলে ক্ষতির মধ্যে রয়েছি।

জিহাদ কবুল হওয়ার শর্তসমূহ স্পষ্ট। বাতিলের অধীনে নিজের জিহাদকে রাখা ঐ সকল শর্তের বিপরীত। যদি আমাদের জিহাদ বাতিলের ইশারায় রং বদলায়, তবে দলিল বা হেকমত – কোনটাই কাজে আসবে না।

আজ কাশ্মীরকে একটি জেলখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। একদিকে ভারতীয় বাহিনী আমাদের বিরোধী, অন্য দিকে আমাদের সীমান্তগুলোতে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী বাহিনী মিলে পাহারা দিচ্ছে!

প্রিয় মুজাহিদ ভাইগণ!

মুমিনের শান তো এটা নয় যে, সে বেয়াকুফ হয়ে বাতিলের উপকারের জন্য নিজের জিন্দেগীকে বরবাদ করবে। বরং মুমিনের শান তো হলো এই - সে কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। এ কয়েক বছরে কাশ্মীরের হাজার হাজার সাদা-দিলের মুমিন যুবকদেরকে, হিন্দুত্ববাদী মুশরিকরা পাথর এবং সাধারণ হাতিয়ার দ্বারা রক্তাক্ত করেছে। কিন্তু তারপরও একদল ব্যক্তি কার উপকারের উদ্দেশ্যে ঐ সকল যুবকদের শাহাদাতের ফল বিনষ্ট করে দিয়েছে?

আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আ করি - যেমনিভাবে ঐ মহান সত্তা সকল যুগে সবরকারীদেরকে সাহায্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করেছেন, যেভাবে সকল যুগে সত্য পথের পথিকদেরকে বরকতময় বিজয় দ্বারা বারাকাহ দান করেছেন - তেমনিভাবে এই অক্ষম জাতিকেও যেন ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করে দেন। আমীন!

এই মুহূর্তে আমি পাকিস্তানে বসবাসকারী আমার প্রিয় ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই - কাশ্মীরের জিহাদ আপনাদের ডাকছে। তাই আল্লাহ তায়ালার আদেশের উপর 'লাব্বাইক' বলুন। বাতিলের হুকুমকে পায়ে পিষে নিজের মজলুম ভাই-বোনদের সাহায্যে কাশ্মীরের পথে এখনি রওয়ানা করুন। মনে রাখবেন; এটা আপনাদের উপর যেমন ফরজ দায়িত্ব, তেমনি একটি ঋণও।

কাশ্মীরের হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

এখন এমন সময় যখন ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকার প্রতিনিয়ত নিজেদের আধিপত্য বৃদ্ধি করে চলেছে। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গও ভারতের এই কর্মকাণ্ডে সাহায্য করছে। এমতাবস্থায় আমাদের ঈমানী আত্মমর্যাদার পরীক্ষা এটাই যে - আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে কাশ্মীরের বরকতময় জিহাদের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেব ইনশাআল্লাহ।

কাশ্মীরে ভারতের নতুন আক্রমণের উদ্দেশ্য হলো - কাশ্মীরের জিহাদি আন্দোলনকে শিকড় থেকে উচ্ছেদ করা। তাদের সমস্ত দ্বীনি জজবাকে স্থায়ীভাবে দমন করা। এমতাবস্থায় যেখানে আমাদের উপর জিহাদ ফরজ, সেখানে তার প্রস্তুতি নেয়াও আমাদের উপর ফরজ।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“অর্থঃ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না”। (সূরা আনফাল ৮:৬০)

আমি এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এক্ষেত্রে আমরা কোন গাদ্দার রাষ্ট্র ও বাতিল হুকুমতের উপর ভরসা করব না। বরং নিজেদের সর্বাত্মক চেষ্টায় শুধু আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের উপর ভরসা করবো। আল্লাহ তায়ালাই সকল বাদশাদের বাদশা। তিনিই পারেন সাহায্য-সহযোগিতা করতে। তিনিই তালুতের মাধ্যমে জালুতকে পরাজিত করতে সক্ষম।

এ বিষয়টিও স্মরণ রাখবেন যে - কাশ্মীরের স্বাধীনতা এবং ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের ধ্বংস একমাত্র শরয়ী নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব। এ জিহাদে উম্মতে মুসলিমার আরব ও অনারব সন্তানগণ কাশ্মীরের ভাই-বোনদের সাহায্যের জন্য আবাবিল হয়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

আপনারা আপনাদের দ্বীনি ফরিজা ভুলে যাবেন না। জিহাদের প্রস্তুতির জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ উজাড় করে দিবেন। আমরা যখন উপকরণ গ্রহণ করবো এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করবো; তখন আকাশ থেকে বদরের মতো সাহায্য নেবে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে আমি সম্প্রতি বাংলাদেশে মুশরিকদের সর্দার ‘মোদী’র বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি পূর্ণ সান্ত্বনাও দিচ্ছি যে, আপনারা ঢাকার রাজপথে আপনাদের মূল্যবান রক্ত প্রবাহিত করে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মোদী এবং তার

দোসরদের এই বার্তা দিয়েছেন যে, উপমহাদেশের ঈমানদার মুসলিমগণ ততক্ষণ পর্যন্ত মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের হিন্দুত্ববাদী নেতৃত্বকে ধ্বংস করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করবে। আপনাদের এই ঈমানী চেতনা - কাশ্মীর থেকে ঢাকা, বার্মা ও কাবুল থেকে দিল্লী পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কুফর ও জুলুমের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবে বিইযনিল্লাহ।

'আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ' এর সাহায্যকারী এবং সহযোগিতাকারী সাথীদের প্রতি আমাদের আবেদন - ইসলামের এই দাওয়াতকে সবসময় অব্যাহত রাখবেন। আপনাদেরকে অনেক মেহনত মুজাহাদা করতে হবে, যাতে 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত' এই আওয়াজ কাশ্মীরের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রতিটি অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আমাদের দাওয়াত, আমাদের জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভবিষ্যতের জন্য এটি জরুরী। যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এই মিশনের হাকীকত এবং এই মিশনের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এটাও স্মরণ রাখবেন যে; 'আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ' কেবল একটি সংগঠনের নাম নয়। বরং এটি একটি আদর্শিক কর্মপদ্ধতি, একটি আন্দোলন। এটি এমন একটি সফর যার অনেকগুলো দিক রয়েছে এবং এটি আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অংশ।

আলহামদুলিল্লাহ আজ কাশ্মীরের প্রতিটি প্রান্ত থেকে সাথীদের বিশাল বহর আমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছে। প্রত্যেক সাথী লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে। যারা ময়দানে আছেন এবং ময়দানে আসার আগ্রহ রাখেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আহবান - আপনারা দাওয়াতের কাজকে গুরুত্বের সাথে আগে বাড়িয়ে নিবেন। কেননা এতেই রয়েছে পরবর্তীদের জন্য সফলতা।

প্রিয় ভাইয়েরা!

সময় এসেছে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে জিহাদের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার। প্রত্যেকটি কাজ আনুগত্য এবং বিচক্ষণতার সাথে করতে হবে। 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত' এর সফরে বিচক্ষণতা এবং আনুগত্য, দুটি এমন গুণ - যা মুজাহিদদের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

এজন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। অন্যান্য ভাইদেরও প্রস্তুত করুন। সময় খুবই কম, অথচ প্রস্তুতি নিতে হবে অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সময়ে বরকত দান করুন। আমাদের অন্তর সমূহকে দৃঢ়পদ ও অটল রাখুন। আল্লাহ তায়ালার কাছে মিনতি - তিনি যেন আমাদের জন্য সাহায্যের দরজা খুলে দেন যেভাবে অতীত ও বর্তমানের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার কাছে আরও নিবেদন - হিন্দুস্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের হেফাজত করুন। তারা খুবই দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। আল্লাহ তায়ালা পাকিস্তানের ঈমানদার মুসলমানদের সাহায্য করুন এবং ঐ জমিনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করি - যেভাবে তিনি হস্তি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছেন, তেমনিভাবে এই হিন্দুত্ববাদী মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরও যেন সাহায্য করেন। আমাদের প্রতিটি শহীদ সাথী - রক্তের শেষবিন্দু এবং শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত হিন্দু মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও যেন তাদের মতো মৃত্যু দান করেন। আমাদের আহত শরীর এবং রক্ত রঞ্জিত চেহারাকে আখিরাতে আমাদের জন্য সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করার তাওফিক দান করেন, আমিন।

সর্বশেষে আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ; এই অধমকে আপনাদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, যেন আমারও নিজের ওয়াদা পুরা করার সুযোগ মিলে। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সকলকে দ্বীনে হকের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের ইবাদাতগুলোকে কবুল করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين

****